সংবাদ

তারিখ 17 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২ ৪ কলাম ৬

শিক্ষা দিবস সামনে রেখে ছাত্রমৈত্রীর সংবাদ সম্মেলন

সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ৮ শতাংশ বরাদ্দ রাখাসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী। আজ শিক্ষা দিবসের ৫০তম বার্ষিকী সামনে রেখে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংগঠনের এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে হাইকোর্ট মোড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ কয়েকজন মারা যান। এর পরের বছর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে প্রগতিশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দাবিগুলো তুলে ধরেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তানভির রুসমত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু, সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনোজ বাড়ৈ, ঢাকা মহানগর সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ ইমন, ঢাবি শাখার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন ও সাধারণ সম্পাদক উন্মেষ রায় প্রমুখ।

অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা'র ব্যবস্থা করা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া বন্ধ করা, ভর্তি বাণিজ্য-দুর্নীতি-সংসদ সদস্য কোটা বন্ধ করে সব বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রথা চালু করতে হবে, শিক্ষকদের মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক বেতনকাঠামো বাস্তবায়ন এবং আইন করে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানোর নামে শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করা এবং মেধা পাচার রোধ করতে উচ্চতর গবেষণা এবং শিক্ষা শেষে টেকসই কর্মস্থানের কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করা প্রভৃতি।

দিবস পালন উপলক্ষে ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ সকাল ৮টায় 'শিক্ষা অধিকার চত্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন, ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় ডাকসু সভাকক্ষে 'উচ্চশিক্ষায় সাধারণের প্রবেশাধিকার : জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ধারণা' শীর্ষক সেমিনার, ১০ অক্টোবর দেশব্যাপী 'দাবি দিবস' পালন। ৮ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, দুই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য, ইউজিসির চেয়ারম্যান ও সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সব সংসদ সদস্যদের কাছে চিঠি প্রদানের লক্ষ্যে 'গণডাক কর্মসূচি' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অবস্থিত ডাকঘরের সামনে সমাবেশ, ১৭ নভেম্বর ১৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ এবং ২২ ডিসেম্বর ঢাবির অপরাজেয় বাংলায় ছাত্র সমাবেশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘেরাও।